পাঠক ফোরাম

মৃত্যুর এ দায় কে নিবে

সাভারে নয়তলা বিল্ডিং ধসে প্রাণ হারালো ২৭ জন গার্মেন্টস শ্রমিক। মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। চারদিকে আহতের আহাজারি! প্রশ্ন উঠেছে এমন দুর্ঘটনা কেন ঘটলো। দুই তলায় হয়ে উঠেছে নয় তলা। আরো নাকি এক তলার কাজ চলছে। অথচ গার্মেন্টস কারখানা করার জন্য অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। ফায়ার সার্ভিস, শ্রম অধিদপ্তর প্রভৃতি। আমার প্রশ্ন, এদের অনুমোদন কিভাবে মিললো? রাজউকের সামনে কিভাবে ছয় তলা নয় তলা হলো। গার্মেন্টস মালিকেরা কিভাবে এই গার্মেন্টস করলো! মৃত্যুর এ দায়ভার কে নেবে।

রুনা, আজিমপুর, ঢাকা

মানুষ মানুষের জন্য

আমরা কিছু উদীয়মান তরুণ মিলে একটি সংগঠন করেছি, যার নাম 'রওশন মেমোরিয়াল'। আমাদের সংগঠনের কাজ হচ্ছে স্বেচ্ছায় সুস্থ রক্তদানের মাধ্যমে একজন মুমূর্ষুকে বাঁচানো। আমাদের দেশে বিশুদ্ধ রক্তের কি পরিমাণ চাহিদা তা হয়তো লিখে বোঝানো যাবে না। প্রত্যেক সুস্থ নর-নারীর তিন মাস অন্তর রক্তদান করতে পারেন। একজন মুমূর্ষু মানুষকে সহযোগিতা করার মধ্যে কি পরিমাণ আত্মতৃপ্তি সেটা একমাত্র সাহায্যকারীই জানে। আপনিও আমাদের সঙ্গে এ সেবায় নাম লেখাতে পারেন।

এম.এম. রহমান
সংগঠক, রওশন মেমোরিয়াল,
ফোন : ০১৭৬-৭৫৩৫৩৬

ট্রাফিক আইন

পত্রিকার খবরে প্রকাশ, ঢাকা শহরের যানজট কমাতে ট্রাফিক আইন আরো কঠোর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। খুবই ভালো কথা, কিন্তু এই কঠোর আইন কারা প্রয়োগ করবে সে ব্যাপারে কি কোনো সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে? যদি র‍্যাবের মতো কোনো নতুন বাহিনী গঠন করে তাদের ওপর নতুন ট্রাফিক আইন প্রয়োগের দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে সন্ত্রাসের মতো ট্রাফিক জ্যাম অবশ্যই কমে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। আর তা না করে যদি পুলিশ বাহিনীর হাতেই দায়িত্বটি দেয়া হয় তাহলে বলতেই হবে যে সরকার পুলিশের ঘুষের সুযোগটাই শুধু বাড়িয়ে দিলো মাত্র। গতমাসে ঢাকা থেকে ঘুরে এলাম। ট্রাফিক পুলিশের আইন প্রয়োগের ছোট একটি ঘটনা বলছি- এক রাতে রামপুরা থেকে বাসায় ফিরছিলাম ক্যাবে করে, সঙ্গে ছোট বোন। রাত ৯টার দিকে ক্যাবটি গুলশান গোল চক্করের কাছাকাছি যেতেই দুই ট্রাফিক পুলিশ আমাদেরকে থামালো। আমি কারণ জানতে চাইলে ট্রাফিক কনস্টেবল চালককে বললো 'কাগজপত্র নিয়ে সার্জেন্ট স্যারের কাছে যান' (এখানে বলে রাখা দরকার যে, উন্নত বিশ্বের কোনো দেশে ট্রাফিক আইন অমান্যের কারণে পুলিশ গাড়ি থামালে গাড়ির চালক বা যাত্রীদের গাড়ি থেকে নামা নিষেধ, পুলিশ নিজে গাড়ির চালকের কাছে এসে কাগজপত্র দেখবে) যিনি একটু দূরে গাছগাছালির আড়ালে বসে আছেন। বেচারা ড্রাইভার কাগজপত্র নিয়ে গেলো এবং ৫ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো। জিজ্ঞেস করলাম কি বললো? জবাবে ড্রাইভার বললো 'স্যার আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা জাল, তাই একশ' টাকা ঘুষ চাইলো, ৫০ টাকা দিয়ে সারলাম' - শুনে আমি থ হয়ে গেলাম। বিদেশে জাল ড্রাইভিং লাইসেন্সে গাড়ি চালালে যেখানে জেল জরিমানা থেকে রেহাই নেই সেখানে আইনের রক্ষক হয়ে এক পুলিশ সার্জেন্ট মাত্র ৫০ টাকার বিনিময়ে... ভাবতে ঘৃণা হয়। ট্রাফিক আইন প্রয়োগের যদি এই হয় অবস্থা তাহলে ট্রাফিক জ্যাম থাকবে না কেন? তাই সরকারের উচিত কঠোর আইন করার আগে আইন প্রয়োগকারী পুলিশের প্রতি কঠোর হওয়া যাতে তারা ১০-১৫ টাকা তথা ঘুষের বিনিময়ে আইনকে বিক্রি করতে না পারে।

মুখর, টরেন্টো, কানাডা,
mukhar@canada.com

বিশাল বৈশাখী আয়োজন

গত কয়েক বছর ধরে দেখছি পহেলা বৈশাখ সংখ্যা মানেই বাংলা সন গণনা, বাংলাদেশের উৎসব, আমাদের লোকঐতিহ্য, বাংলাদেশের মেলা- একই ধরনের প্রবন্ধ, ফিচারগুলো প্রায় সব পত্রিকাতেই ঘুরে ফিরে আসছে। যার কারণে পহেলা বৈশাখের কোনো বিশেষ সংখ্যাই আর আগের মতো টানে না। সে দিন পত্রিকা স্টলে গিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পহেলা বৈশাখ সংখ্যা হাতে নিয়ে দেখলাম একেবারেই ভিন্ন আয়োজন। উপন্যাস, প্রবন্ধ, জীবনকথা, গল্প, ফিচার, কবিতা, ভ্রমণ, সায়েন্স ফিকশন, রান্না সবই আছে একমলাটে। প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার বিশাল বৈশাখী আয়োজন সত্যিই পাঠকদের আকর্ষণ করার মতো। আশা রাখি আগামীতেও এমন সমৃদ্ধ সংখ্যা পাব সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে।

আরেফিন সিদ্দিক, বাড়ি নং-১২, রোড নং-২
নবোদয় হাউজিং, মোহাম্মদপুর

পর্নো সিডি বাণিজ্য

পর্নোগ্রাফি বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে যাচ্ছে- সাপ্তাহিক ২০০০-এর 'পর্নো সিডি বাণিজ্য' শীর্ষক প্রতিবেদন তার সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। সুমন-শাহীন-অভিদের এই চক্র দিন দিন আরো সক্রিয় সংগঠিত হলেও এ ব্যাপারে দৈনিক পত্রিকাগুলো তেমন একটা তৎপর না। সাপ্তাহিক ২০০০ এ জন্য প্রশংসার দাবিদার। বেডরুম, পার্ক কোনো কিছুই এখন প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য নিরাপদ নয়। এ ব্যাপারে সরকারি পদক্ষেপ কি? ভাবতে গেলে সত্যিই হতাশ হতে হয়। সরকার, রাজনীতিবিদ কারো যেন এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা

মুক্তিযুদ্ধের প্রতীকী ভাস্কর্য

জানতাম অপরাজেয় বাংলার স্রষ্টা সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ। কিন্তু জানতাম না মুক্তিযুদ্ধে তার অবদানের কথা। গোলাম মোর্তোজার সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে খালিদের দেশপ্রেম আর তীব্র শিল্প যন্ত্রণার কথা। কী অক্লান্ত পরিশ্রমেই না তিনি গড়ে তুলেছেন অপরাজেয় বাংলা। কিন্তু কষ্ট পেলাম যখন জানলাম ম. হামিদের মতো খ্যাতিমান ব্যক্তিরাও এমন শিল্পকর্ম আর শিল্পীকে নিয়ে রাজনীতি করে। অনেক ভুল ধারণা আর বিতর্কেরও অবসান ঘটলো। কিন্তু আমরা কী এমন একজন শিল্পীকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পেরেছি?

শেফালী কর্মকার
রায়ের বাজার, ঢাকা

নেই। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো প্রতিবেদন আশা করছি এবং বর্তমান ও পূর্বের এ সম্পর্কিত সকল প্রতিবেদনের ফলোআপ জানতে চাচ্ছি।

শফিকুল ইসলাম, ২০৮, আমীর আলী হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বিপর্যয়ের মুখে নিঝুম দ্বীপ

প্রায় ১০০ বছর আগে বঙ্গোপসাগর থেকে জেগে ওঠে নিঝুম দ্বীপ। নতুন জেগে ওঠা দ্বীপে ১৯৭২ সাল থেকে বনবিভাগ পর্যায়ক্রমিকভাবে বনায়ন কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭৮ সালে বনবিভাগ সুন্দরবন থেকে চার জোড়া চিত্রা হরিণ এনে দ্বীপে ছাড়ে যা ২৬ বছরে বংশবিস্তার করে ২০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। দ্বীপের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০১ সালের ৮ এপ্রিল নিঝুম দ্বীপসহ ১১টি চরকে জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করে। যার

মোট আয়তন চল্লিশ হাজার তিনশ' একর। জাতীয় উদ্যান ঘোষণার চার বছর হয়ে গেলেও তা রক্ষার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় দ্বীপের গভীর অরণ্যে অবাধে বৃক্ষ নিধন, বসতি স্থাপন, বনভূমি দখল, হরিণ ও অতিথি পাখি নিধনের মহোৎসব দ্বীপের পরিবেশ দিন দিন ঝুঁকিপূর্ণ করছে। এ ক্ষেত্রে দ্বীপের পরিবেশ রক্ষার দিকটি বিবেচনায় রেখে সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

বোরহান উদ্দিন সোহেল
মাইজদী, নোয়াখালী

চায়না রেডিও

C.R.I মানে China Radio International. এটা চীনের ঐতিহ্যময় বেতার, যা ৩০টিরও বেশি ভাষায় প্রচার করা হয়। আমরা জানি চীন বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ এবং ভ্রাতৃত্ব পছন্দ করে। এই বেতার বাঙালিকে বেশি মর্যাদা দিয়ে থাকে। যারা C.R.I -এর সদস্য তারাই একমাত্র জানে C.R.I কি? C.R.I-এর কাছ থেকে নানা সহযোগিতা ও উপহার সামগ্রী পাওয়া যায়। যেমন অনুষ্ঠানসূচি, ক্যালেন্ডার, ম্যাগাজিন, স্টিকার, ভাষা শিক্ষার বই ইত্যাদি। তাই যারা চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান তারা একবার চিঠি পাঠিয়ে দেখুন। যদি সরাসরি ঠিকানা না থাকে তাহলে আমরা জানিয়ে দেব। ধন্যবাদ।

মোঃ জুয়েল বিশ্বাস, সভাপতি
'গুলশান রেডিও লিসনার্স ক্লাব'
বাসা-১২৬, রোড-১৪/ঘ, ব্লক-জি,
গুলশান পাড়া, চুয়াডাঙ্গা-৭২০০

মুক্তিযুদ্ধ এবং রাজনীতি

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২৫ মার্চের সংখ্যায় মুস্তফা আনোয়ারের 'পুরস্কারের ঘোষণা হলো, দেয়া হলো না', ড. কামাল হোসেনের 'সুস্থ রাজনীতির অর্জন বাংলাদেশ' এবং মুহাম্মদ জাফর ইকবালের 'মুক্তিযুদ্ধ ও নতুন প্রজন্ম' পড়ে অনেক অজানা কথা জানতে পারলাম। বয়সের প্রান্তসীমায় এসে এ লেখাগুলো পড়ে খুব ভালো লাগলো। জানা হলো কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ১০ জন স্থপতিকে। যাঁরা আজো জাতীয় স্বীকৃতি পায়নি। 'জয় বাংলা' স্লোগানের পর দ্বিতীয় শক্তিশালী স্লোগান ছিল- 'ওরা মানুষ হত্যা করছে, আসুন আমরা পশু হত্যা করি এর লেখক মুস্তাফা আনোয়ার। কি দুর্ভাগ্য, আজো প্রকৃত এ বীরদের যথাযোগ্য মর্যাদা আমরা দিতে পারিনি। ড. কামাল হোসেনের লেখাটাও উপভোগ্য। সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিধানের যেসব অসঙ্গতি আছে তা সংশোধন ও নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ ক্ষমতাবান করার উদ্যোগ তিনি নিতে পারেন। জাতিকে বিভক্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারেন। দুটি পশ্চাৎমুখী দলের রশি টানাটানির হাত থেকে সাধারণ জনগণ রেহাই পেতে চায়। মুহম্মদ জাফর ইকবাল নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস জানার জন্য যে বইগুলোর সূত্র উল্লেখ করেছেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এস সামশুল হুদা,
নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

দৃষ্টি আকর্ষণ

নাগরিক দুর্ভোগ : প্রয়োজন ফুট ওভারব্রিজ

বাংলা বছরের তৃতীয় দিনে সকালে ঘুম ভাঙলো এক ঘনিষ্ঠ আত্মিয়ার টেলিফোন পেয়ে। তিনি জানালেন, তাদের বাসার কাছে এক পরিবারের একমাত্র মেয়ের সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর। দিন কয়েক আগে ভিকারুননিসা নূন স্কুলে যাওয়ার পথে পরীবাগ থেকে রাস্তা পার হতে গিয়ে মা ও মেয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন। একটি মাইক্রোবাস তাদের ধাক্কা মেরে দ্রুত চলে যায়। ডাক্তাররা শত চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের সামনে রাস্তা পার হতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নাহার নামের এক ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনাতে সারা ঢাকা শোকে বিহ্বল এবং প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিল। এর ফলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনা রোধকল্পে রোকেয়া হলের সামনে স্পিড ব্রেকার নির্মাণ করে। আজ ঢাকার ব্যস্ত নাগরিক জীবনের কারণে হয়তো অনেক দুর্ঘটনা ঘটার পরও দুর্ঘটনা প্রতিকার করার জন্য দুর্বার প্রতিবাদ গড়ে ওঠে না।

প্রতিদিন দেখা যায় ইস্কাটন টিএন্ডটি অফিসের সামনে থেকে পরীবাগে এবং বাংলামোটর এই দুই সংযোগ সড়কে অগণিত স্কুল ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক, শিক্ষক, চাকরিজীবীসহ অসংখ্য মানুষ পারাপার হন। উল্লেখ্য, ভিকারুননিসা, সিদ্ধেশ্বরী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, ইস্পাহানীসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এলিফ্যান্ট রোড, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর প্রভৃতি এলাকায় যাতায়াতের জন্য এই দুই সংযোগ সড়ক ব্যবহার না করে কোনো উপায় নেই এবং এই দুই সড়কে রিকশা চলাচল নিষেধ। সেই কারণে এই সংযোগ সড়কে গাড়ির গতিবেগ স্বাভাবিক গতির চেয়ে বেশি থাকে। ফলে অসহনীয় দুর্ভোগ এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন পথচারীদের এই সংযোগ সড়ক পার হতে হয়। যেকোনো সময় তারা দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন।

অতএব, ঢাকার মেয়র এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ভয়ঙ্কর কোনো দুর্ঘটনার জন্য অপেক্ষা না করে বাংলামোটর এবং ইস্কাটন-পরীবাগ সংযোগ সড়ক উভয়টিতেই ফুট ওভারব্রিজ (খরচ কমানোর জন্য স্টিলের তৈরি হতে পারে) অতি সত্বর নির্মাণ করার উদ্যোগ নিন।

কাজী মোহাম্মদ শীশ, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো।
চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭
নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

নগরজীবনে শব্দপীড়ন

'শব্দ দূষণ' কথাটির সঙ্গে নগরবাসী কম বেশি পরিচিত। ছোট একটি ঘটনা না বললেই নয়। জনৈক অসুস্থ বৃদ্ধকে নিয়ে এক লোক নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসেছেন। আগন্তুক ব্যক্তি বয়সজনিত কারণে রোগাক্রান্ত। তদুপরি আবার হাই-প্রেশার। চিকিৎসা শেষে ফিরছেন সিএনজি করে। যাত্রাবাড়ীর যানজটে আটকে ছিল অনেকক্ষণ। তীব্র হাইড্রোলিক হর্নে কান ঝালাপালা। বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও কে কার কথা শোনে! অনবরত ভেঁপুর অসহনীয় আওয়াজে পথচারী মাত্রই নরকযন্ত্রণায় আক্রান্ত। ফলে সামান্য সুস্থ হয়ে ঘরমুখো ঐ বৃদ্ধ পুনরায় প্রেশারে আক্রান্ত ঘটনাস্থলেই। রোগীকে নিয়ে মহা ফ্যাসাদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সহযাত্রী। পথযাত্রীদের সহায়তায় ঐ বৃদ্ধকে পুনরায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেবার ব্যবস্থা হয়। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা হরহামেশাই হচ্ছে নগরীতে। বিকট হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার করার নিয়ম-নীতি নিয়ন্ত্রণ করা কি সম্ভব নয়?

নাজমুল হক পল্টু, অরবি ফার্মা,
পশ্চিম বাগিচাগাঁও, কুমিল্লা

দৃপ্ত শপথ

পত্রিকার পাতা খুললেই প্রথমে চোখে পড়ে খুন, ধর্ষণ, রাহাজানির খবর। ধর্ষণের হার বেড়েই চলছে, ধর্ষণের শিকার হচ্ছে পাঁচ বছরের শিশু থেকে বয়স্ক নারী পর্যন্ত। জনসভায় চলছে বোমা হামলা। কেউ হয়েছে পঙ্গু, সিনেমা হলে হচ্ছে বোমা হামলা। আসুন দেশকে ভালোবাসি। বাংলাদেশকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত করি।

এম এন এইচ মাসুম খান
আলমগীর চেয়ারম্যানের
বাড়ি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

মুক্তিযুদ্ধ ও নতুন প্রজন্ম

প্রতি বছর মার্চ অথবা ডিসেম্বর এলেই আমাদের হৃদয়ে এক রোমাঞ্চ অনুভূত হয়। মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা আমাদের জাতি হিসেবে গর্বিত হওয়ার ইতিহাস। আমাদের পূর্বপুরুষরা স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুর দুয়ারে জীবনকে ফেরি করেছেন। রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, কোন্দল আমাদের মাথা নত করে দেয়। ইতিহাস নিয়ে নোংরামি আমাদের ব্যথিত করে। সত্যি বলতে কি, জাতির সত্যিকারের ইতিহাস আমরা নতুন প্রজন্ম খুবই কম জানি। ব্যক্তি অবদান কখনোই দলগত তথা জাতিগত অবদানের উর্ধ্বে নয়। সাপ্তাহিক ২০০০কে ধন্যবাদ মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যারের কাছ থেকে নতুন কিছু জানার সুযোগ করে দেয়ার জন্য। মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন প্রচারের অনুরোধ করছি। নতুন প্রজন্মকে জাতির সত্যিকারের ইতিহাস জানানোর দায়িত্ব কাউকে না কাউকে তো নিতেই হবে।

পরাগ, ঢাকা সিটি কলেজ, E-mail : saief14@yahoo.com